Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 17-04-2026 17:42 Page 1

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

সান্ধ্য সংস্করণ

৩ বৈশাখ ।। ১৪৩৩।। শুক্রবার ১৭ এপ্রিল ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ৩১৫ সংখ্যা ।। ৫ পাতা

মেডিকা নার্সিং হোম

স্বাস্থ্য সাথী
SWASTHYA SATHI

স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের
সুবিধা রয়েছে

24/7
EMERGENCY
SERVICE

মাইক্রো সার্জারি

অপারেশন করা হয়।

24x7 Emergency Service and Care

ই.সি.জি.

ইউ.এস.জি

গাইনো সার্জারি

জেনারেল সার্জারি

রক্ত পরীক্ষা

ও.পি.ডি.

ডিজিটাল এক্স-রে

ফিজিওথেরাপি

বিভিন্ন ধরনের ইন্সুরেন্স কার্ডের মাধ্যমে
অপারেশন করার সুব্যাবস্থা রয়েছে।

রতুয়া হাসপাতাল গেট
(বিউটি মেডিক্যালের পাশে), রতুয়া, মালদা

Contact : 9734190447 /
8967213824 /8637023374 /
8917598976

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 17-04-2026 17:42 Page 2

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

সান্ধ্য সংস্করণ

৩ বৈশাখ ।। ১৪৩৩।। শুক্রবার ১৭ এপ্রিল ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ৩১৫ সংখ্যা ।। ৫ পাতা

প্রতিহিংসার রাজনীতি করছে', দেবাশিস কুমারের বাড়িতে আয়কর হানায় ফুঁসছেন মমতা

আপনাকে দেখলে চাণক্যও লজ্জা পেতেন! সংসদে শাহকে শ্লেষ প্রিয়াঙ্কার, হাসলেন খোদ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীও

টার্গেট লকড, সকলকে ডুবিয়ে মারব', মার্কিন রণতরীতে ক্ষেপণাস্ত্র হামলার হুমকি ইরানের

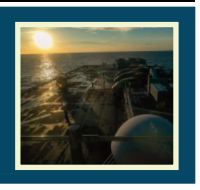

দেশটাকে টুকরো করার ছক' নতুন বিল নিয়ে দাবি মমতার

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ 'তৃণমূল কংগ্রেসের পার্টি অফিসে হানা দিচ্ছেন। প্রার্থীর বাড়িতে গিয়ে হানা দিচ্ছেন। আমার প্লেনে হানা করছেন। আমার নিরাপত্তাকর্মীদের উপর হানা দিচ্ছেন।' বিধানসভা নির্বাচনের মুখে কেন্দ্রীয় এজেন্সির অতিসক্রিয়তা নিয়ে এভাবেই কোচবিহারের রাসমেলা ময়দান থেকে গর্জে উঠলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবার উত্তর ও দক্ষিণ কোচবিহারের প্রার্থীদের সমর্থনে আয়োজিত জনসভায় সুর চড়িয়ে তিনি বিজেপি-কে 'নির্লজ্জ বেহায়া' ও 'কাপুরুষ' বলে দেগে দেন। তৃণমূল নেত্রীর দাবি, সামনাসামনি লড়াই করতে না পেরেই এজেন্সি দিয়ে ভয় দেখানোর রাজনীতি করছে পদ্মশিবির। প্রধানমন্ত্রীর উত্তরবঙ্গ সফরকে কার্যত নস্যাৎ করে মমতা কড়া ভাষায় আক্রমণ শানান। মোদীর দেওয়া পরিসংখ্যানকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে তিনি বলেন, 'মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মিটিং করে বলে গেলেন, উত্তরবঙ্গ উন্নয়নে কিছু হয়নি। আমি বলি আপনি প্রধানমন্ত্রীর চেয়ারে বসে আছেন। বেশিদিন থাকবেন না। কিন্তু যে ক'দিন আছেন দয়া করে মিথ্যা কথা কম বলুন।' মমতা পাল্টা দাবি করেন, উত্তরবঙ্গের উন্নয়নের জন্য তাঁর সরকার ১ লক্ষ ৭২ হাজার কোটি টাকা খরচ করেছে। মোদীর বক্তব্যকে 'মিথ্যের ফুলঝুরি' আখ্যা

দিয়ে তৃণমূল নেত্রীর পরামর্শ, 'পার্টি যা শিখিয়ে দিচ্ছে, ইলেকশনের স্বার্থে সেটাই বলে দিচ্ছেন! একটা কথা বলার আগে বার বার করে ক্রসচেক করবেন।' এদিনের সভা থেকে নতুন বিল ও আসন পুনর্বিন্যাস নিয়েও কেন্দ্রকে নিশানা করেন মমতা। তাঁর আশঙ্কা, আসন সংখ্যা বাড়ানোর অছিলায় দেশটাকে টুকরো করার ছক চলছে। তিনি বলেন, '৫৪১ আসন আছে। ওটা ৮৫০-র কাছাকাছি নিয়ে যাবে বলে টুকরো টুকরো করছে আবার দেশটাকে। একদিন দেখবেন কোচবিহার, উত্তর দিনাজপুর, দার্জিলিং, শিলিগুড়ি হারিয়ে গিয়েছে।' একইসঙ্গে সিএএ ও মতুয়া ইস্যু টেনেও বিজেপি-কে তীব্র আক্রমণ করেন তিনি। ফর্ম ফিলআপের মাধ্যমে মানুষের গোপন তথ্য সংগ্রহ করার বিরুদ্ধে সতর্ক করে তাঁর অভিযোগ, 'মতুয়াদের এই ভাবে সর্বনাশ করেছিল। এটা সিএএ-র নাম আরেকটা ভাঁওতা।' ভোটের আবহে নির্বাচন কমিশন ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর ভূমিকা নিয়েও সরব হন মুখ্যমন্ত্রী। শীতলকুচির ঘটনার প্রসঙ্গ টেনে তিনি অভিযোগ করেন, রাজ্য পুলিশের ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে ভিনরাজ্যের ফোর্স দিয়ে জুলুম চালানো হচ্ছে। পাশাপাশি, মানুষের খাদ্যাভ্যাসে হস্তক্ষেপের অভিযোগ তুলেও বিজেপি-কে কটাক্ষ করেন মমতা। মাছ, মাংস বা ডিম খাওয়া বন্ধ করার প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে মেজাজ হারিয়ে তিনি প্রশ্ন তোলেন, 'মানুষ কী খাবে! আমার মাথা না তোমার মাথা? মাথা চিবিয়ে খাবে?' সব মিলিয়ে কোচবিহারের মাটি থেকে এ দিন মোদী ও বিজেপি-র বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধের ডাক দিলেন তৃণমূল সুপ্রিমো। ফাইল ফটো।

কালীঘাটে আয়কর হানা

তৃণমূল নেতার বাড়ি ঘেরাও করে তল্লাশি

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ এ বার খাস কালীঘাটে হানা দিল আয়কর দফতর। শুক্রবার সাতসকালে এক প্রভাবশালী তৃণমূল নেতার বাড়িতে তল্লাশি শুরু করেছেন আধিকারিকেরা। গ্রিক চার্চের কাছে ওই নেতার বাড়ির সামনে মোতায়েন করা হয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনী। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়েছে। কেন্দ্রীয় সংস্থার এই অভিযানের প্রতিবাদে বাড়ির সামনে জড়ো হয়ে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন শাসকদলের কর্মী-সমর্থকেরা। আয়কর দফতরের কড়া নজরে রয়েছেন তৃণমূল নেতা কুমার সাহা। পেশায় ব্যবসায়ী কুমার এলাকায় শাসকদলের অত্যন্ত সক্রিয় মুখ হিসেবেই পরিচিত। ঠিক কী কারণে তাঁর বাড়িতে এই আচমকা হানা, তা নিয়ে তদন্তকারীরা এখনও নির্দিষ্ট করে কিছু জানাননি। তবে কুমারের বাড়ির সামনে জমায়েত করে অনুগামীরা প্রশ্ন তুলেছেন, 'কেন এই অভিযান?' কেন্দ্রীয় বাহিনীর ঘেরাটোপে ভেতরে তল্লাশি চললেও বাইরে তৃণমূল কর্মীদের বিক্ষোভ অব্যাহত রয়েছে। শুক্রবার সকালেই রাসবিহারীর বিদায়ী বিধায়ক তথা তৃণমূল প্রার্থী দেবাশিস কুমারের মনোহরপুকুর রোডের বাড়িতেও হানা দেন আয়কর আধিকারিকেরা। বিধায়কের নির্বাচনী কার্যালয় এবং মতিলাল নেহরু রোডের পার্টি অফিসেও একযোগে তল্লাশি চালানো হয়েছে। দেবাশিস এবং কুমারের বাড়িতে এই সমান্তরাল অভিযানের মধ্যে কোনও সরাসরি যোগসূত্র রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। সম্প্রতি জমি সংক্রান্ত একটি মামলায় দেবাশিসকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য একাধিকবার তলব করেছিল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট বা ইডি। সূত্রের খবর, দেবাশিসের সঙ্গে কুমারের দীর্ঘদিনের অত্যন্ত 'ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক' রয়েছে। দক্ষিণ কলকাতার রাজনীতিতে কুমারের প্রভাব দীর্ঘদিনের। এক সময়ের সোমেন মিত্রের অনুগামী কুমার কংগ্রেস ঘুরে তৃণমূলে থিতু হন। ২০১৪ সালে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যুব সংগঠনের দায়িত্ব পাওয়ার পর থেকেই দলে তাঁর গুরুত্ব বাড়তে শুরু করে। হাজরা এবং রাসবিহারী অঞ্চলে দলীয় সভার ভিড় টানা থেকে শুরু করে ৬৪ পল্লির দুর্গাপুজো; সবক্ষেত্রেই তাঁর দাপট নজরকাড়া। সুব্রত বক্সী থেকে দেবাশিস কুমার, দক্ষিণ কলকাতার শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা সুবিদিত। কালীঘাট মন্দিরেও কুমারের যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে বলে রাজনৈতিক মহলের দাবি। এখন আয়কর হানা তাঁর সেই প্রতিপত্তিতে কোনও বড় ধাক্কা দেয় কি না, নজর এখন সেদিকেই। প্রতীকী ফটো।

কার্যকর মহিলা সংরক্ষণ আইন

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ লোকসভায় গুরুত্বপূর্ণ ভোটাভুটির ঠিক মুখেই বড় চাল চালল মোদী সরকার। প্রায় আড়াই বছর ধরে ঝুলে থাকার পর অবশেষে কার্যকর করা হলো ১০৬তম সংবিধান সংশোধনী আইন তথা মহিলা সংরক্ষণ আইন।

বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় আইন মন্ত্রক এই মর্মে গেজেট বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, ১৬ এপ্রিল থেকেই দেশজুড়ে এই আইন কার্যকর হয়ে গেল। ঘটনাচক্রে, বর্তমানে সংসদে মহিলা সংরক্ষণ এবং আসনবৃদ্ধি সংক্রান্ত নতুন সংশোধনী বিল নিয়ে কাটাছেঁড়া চলছে। ঠিক এই আবহে পুরনো আইনকে কার্যকর করার সিদ্ধান্ত রাজনৈতিক ও কারিগরি দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বরে বিশেষ অধিবেশন ডেকে সংসদের উভয় কক্ষে মহিলা সংরক্ষণ বিল পাশ করিয়েছিল কেন্দ্র। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সইয়ের পর তা আইনি শিলমোহর পেলেও প্রয়োগ থমকে ছিল। আইনের ১(২) ধারা অনুযায়ী, কার্যকর করার চাবিকাঠি ছিল সরকারের বিজ্ঞপ্তির হাতে। বৃহস্পতিবার সেই জট খুলল কেন্দ্র। আধিকারিক মহলের দাবি, 'কোনো আইন যদি কার্যকরই না হয়, তবে তার প্রস্তাবিত সংশোধনী কী ভাবে বাস্তবায়িত হবে?' মূলত এই 'টেকনিক্যাল' কারণেই তড়িঘড়ি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। মূল আইন অনুযায়ী,

লোকসভা এবং সব বিধানসভায় মহিলাদের জন্য ৩৩ শতাংশ আসন সংরক্ষিত থাকবে। তবে এই সংরক্ষণ এখনই বাস্তবায়িত হচ্ছে না। নতুন জনগণনার পর আসন পুনর্বিন্যাস বা ডিলিমিটেশন প্রক্রিয়া শেষ হলেই মহিলারা এই সুবিধার আওতাভুক্ত হবেন।

অর্থাৎ, আইনি পথে শিলমোহর পড়লেও সংরক্ষণের সুফল পেতে আরও কিছু দিন অপেক্ষা করতে হবে। বর্তমানে সংসদের তিন দিনের বিশেষ অধিবেশনে মহিলা সংরক্ষণ ও আসনবৃদ্ধি নিয়ে তিনটি পৃথক বিল পেশ করেছে কেন্দ্র। তার মধ্যে রয়েছে ১৩১তম সংবিধান সংশোধনী বিল, পুনর্বিন্যাস বিল এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল আইন সংশোধনী বিল। শুক্রবার লোকসভায় এই বিলগুলির ওপর ভোটাভুটি হওয়ার কথা। সংবিধান সংশোধনী বিল পাশের জন্য দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রয়োজন, যা বর্তমান পাটিগণিতের হিসেবে শাসক শিবিরের পক্ষে বড় চ্যালেঞ্জ। বিরোধীরা সংরক্ষণের নীতিকে সমর্থন জানালেও আসনবৃদ্ধির 'উদ্দেশ্য' নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন।

এই টানাপড়েনের মাঝেই পুরনো আইন কার্যকর করে কেন্দ্র মাস্টারস্ট্রোক দিল বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। ফাইল ফটো।

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 17-04-2026 17:42 Page 3

স্থলযুদ্ধে 'ম্যানপ্যাডস'ই ইরানের তুরুপের তাস!

নয়া জামানা ডেক্স ঃ পশ্চিম এশিয়ায় চলতে থাকা সংঘাতে নতুন করে আলোচনায় উঠে এসেছে 'ম্যানপ্যাডস' বা 'ম্যান পোর্টেবল এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম'। এটি এমন একটি ক্ষেপণাস্ত্র যা সহজেই কাঁধে করে বহন করা যায়। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই ক্ষেপণাস্ত্র পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধের গোটা চিত্রটাই বদলে দিতে সক্ষম। তুলনামূলকভাবে সস্তা এই অস্ত্রটি দ্রুত লুকিয়েও ফেলা যায় এবং যেহেতু বা্যাডার-নির্ভর অস্ত্র নয় ফলে ধরা পড়ার সম্ভাবনা কম থাকে। পাশাপাশি এই অস্ত্র অন্যান্য ক্ষেপণাস্ত্রের চেয়ে বেশি দ্রুত গতিতে কাজ করে। মাটি থেকে চার-পাঁচ কিলোমিটার উপরেও যদি শত্রুপক্ষের কোনও যুদ্ধবিমানকে কেন্দ্র করে ম্যানপ্যাডস ক্ষেপণ করা হয় তবে সে লক্ষচ্যুত হবে না। কিন্তু এর চেয়ে বেশি উপরে এই অস্ত্র আঘাত করতে পারে না। আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম সূত্রে খ বর, ইরান আমেরিকার বিরুদ্ধে অনেকগুলি সফল সামরিক অভিযান চালিয়েছে। ইরান এফ-১৫ই স্ট্রাইক ইগল এবং এ-১০ ওয়ার্থয়গ-এর আক্রমণ মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছে। এছাড়াও একটি ই-থ্রি সেন্ট্রি ধ্বংস করার পাশাপাশি পাঁচটি কেসি-১৩৫ স্ট্রাটোটঙ্কের ধ্বংস করার মতো ঘটনার উল্লেখও পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু আমেরিকা দাবি করে ইরানের নাকি কোনও ভাল প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা নেই। আমেরিকার যুদ্ধবিমান বিনা বাধায় ইরানের আকাশসীমার মধ্যে অভিযান চালাচ্ছে। যদিও ইরান এই বিষয়ে এখনও কোনও বিবৃতি প্রকাশ করেনি। বিশেষজ্ঞদের মতে, আকাশে আমেরিকার আধিপত্য থাকলেও এই চিত্রটা বদলে যেতে পারে যদি স্থলযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। কারণ স্থলযুদ্ধের ক্ষেত্রে যুদ্ধবিমান অনেক নীচ দিয়ে ওড়ে। ফলে এই ম্যানপ্যাডস নামক ক্ষেপণাস্ত্রের পক্ষে সহজ হয়ে যাবে বেশ অনেকটা দূর থেকেই আমেরিকার যুদ্ধবিমানকে কেন্দ্র করে আক্রমণ করা। আর তেমনটা হলে নিমেষের মধ্যে মাটিতে মিশে যাবে আমেরিকার আকাশের আধিপত্য।

এছাড়া ইরানে পাহাড়ি উপত্যকা থাকায় সহজেই লুকিয়ে আক্রমণ করতে পারবে তারা। ফলে স্থলযুদ্ধ শুরু হলে আমেরিকার প্রায় ল্যাজেগোবরে অবস্থা হয়ে যাবে বলেই বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন।

গোয়েন্দা সূত্রের দাবি, ইরান চীনের তৈরি ম্যানপ্যাডস ক্ষেপণাস্ত্র বিপুল পরিমাণে কিনেছে। তবে এই তথ্য অস্বীকার করেছে চীন।

পায়ের ছবি বিক্রি করে মোটা আয়!

নয়া জামানা ডেক্স ঃ ডিজিটাল যুগে উপার্জনের নতুন নতুন উপায় সামনে আসছে। তার মধ্যে অন্যতম হল 'ফিট ফটো' বা পায়ের ছবি বিক্রি করা। সোশ্যাল মিডিয়া ও বিভিন্ন অনলাইন প্ল্যাটফর্মে এই ট্রেন্ড দ্রুত জনপ্রিয় হচ্ছে। অনেকেই বাড়িতে বসে কিংবা কোথাও বেড়াতে গিয়ে শুধু পায়ের ছবি তুলে টাকা রোজগার করছেন। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে, ভারতে এই কাজ কতটা বৈধ?আইন বিশেষজ্ঞদের মতে, নিজে থেকে পায়ের সাধারণ ছবি বিক্রি করা বেআইনি নয়। যদি ছবিগুলো একেবারে স্বাভাবিক হয় এবং তাতে কোনও ধরনের অশ্লীলতা বা যৌন ইঙ্গিত না থাকে, তাহলে সেগুলো বিক্রি করা আইনত সমস্যা তৈরি করে না। তবে এক্ষেত্রে কিছু গুরুত্বপূর্ণ শর্ত রয়েছে। প্রথমত, কোনও ছবিতে যদি অশ্লীলতা থাকে বা সেটি যৌন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়, তাহলে তা আইনের চোখে অপরাধ। ভারতে অশ্লীল কনটেন্ট তৈরি বা ছড়ানোর বিরুদ্ধে কঠোর আইন রয়েছে এবং এই ধরনের কাজের জন্য জেল ও জরিমানার শাস্তি হতে পারে।

দ্বিতীয়ত, নাবালক না নাবালিকাদের অর্থাৎ ১৮ বছরের নিচে এক্ষেত্রে জড়িত থাকা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এই ধরনের কোনও কাজে যদি তারা যুক্ত থাকে, তাহলে তা গুরুতর অপরাধ হিসেবে গণ্য হয় এবং কঠিন শাস্তির মুখে পড়তে হতে পারে।

তৃতীয়ত, অন্য কারও ছবি ব্যবহার করার আগে তার অনুমতি নেওয়া বাধ্যতামূলক। অনুমতি ছাড়া কারও ছবি বিক্রি বা শেয়ার করলে তা ব্যক্তিগত গোপনীয়তা লঙ্ঘনের আওতায় পড়তে পারে।এছাড়া এই ধরনের কাজ থেকে আয় হলে তা আয়কর আইনের আওতায় পড়ে। অর্থাৎ নিয়ম অনুযায়ী ট্যাক্স দেওয়াও প্রয়োজন।সবদিক বিবেচনা করে বলা যায়, পায়ের ছবি বিক্রি করে আয় করা ভারতে পুরোপুরি নিষিদ্ধ নয়, তবে কিছু নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে চলতে হয়। অশ্লীলতা এড়িয়ে আইন মেনে এবং ব্যক্তিগত নিরাপত্তা বজায় রেখে এই কাজ করা সম্ভব। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই ট্রেন্ডে যুক্ত হওয়ার আগে আইনি দিক ও নিজের সুরক্ষার বিষয়টি ভালভাবে বুঝে নেওয়াই সবচেয়ে জরুরি।

রান্নাঘরের এই জিনিসেই কমবে মুখের অবাঞ্ছিত লোম

নয়া জামানা ডেক্স ঃ মুখের অবাঞ্ছিত লোম অনেকেরই অস্বস্তির কারণ। নিয়মিত পার্লারে গিয়ে থ্রেডিং বা ওয়্যাক্সিং করানো শুধু সময়সাপেক্ষই নয়, বেশ খ রচও হয়। তাই অনেকেই ঘরোয়া উপায়ে সমাধান খোঁজেন। এমনই একটি সহজ পদ্ধতি হল আলুর রস ব্যবহার করা।

আলু আমাদের রান্নাঘরের খুবই সাধারণ একটি জিনিস। আর এই আলুর রস ত্বকের যত্নেও কাজে লাগে। এতে এমন কিছু প্রাকৃতিক উপাদান থাকে যা ত্বককে উজ্জ্বল করতে সাহায্য করে এবং মুখের লোমের রং ধীরে ধীরে হালকা করে দিতে পারে। ফলে লোম ততটা চোখে পড়ে না।এই পদ্ধতি ব্যবহার করা খুবই সহজ। প্রথমে একটি কাঁচা আলু নিয়ে ভাল করে ধুয়ে খোসা ছাড়িয়ে নিন। এরপর সেটি ব্লেন্ড করে রস বের করুন। এবার সেই আলুর রসের সঙ্গে এক চামচ লেবুর রস এবং এক চামচ মধু মিশিয়ে নিন।লেবুর রস ত্বক পরিষ্কার করতে সাহায্য করে এবং লোমের গোড়া কিছুটা দুর্বল করতে পারে। অন্যদিকে মধু ত্বককে নরম ও আর্দ্র রাখে, যাতে ত্বক শুষ্ক না হয়ে যায়।এই মিশ্রণটি মুখে যেখ ানে লোম বেশি রয়েছে সেখানে লাগান। ১৫ থেকে ২০ মিনিট রেখে দিন। তারপর হালকা গরম জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। সপ্তাহে ২-৩ দিন ব্যবহার করলে ধীরে ধীরে কিছুটা পরিবর্তন দেখতে পাবেন।তবে মনে রাখতে হবে, এই ধরনের ঘরোয়া পদ্ধতি স্থায়ীভাবে লোম তুলে ফেলতে পারে না। এটি শুধু লোমের রং হালকা করতে বা বৃদ্ধির গতি কিছুটা কমাতে সাহায্য করতে পারে।

লোমের আসল বৃদ্ধি শরীরের হরমোনের উপর নির্ভর করে।আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, যাদের ত্বক খুব সংবেদনশীল, তারা আগে হাতের একটি ছোট জায়গায় লাগিয়ে পরীক্ষা করে নিন। যদি জ্বালা, লালচেভাব বা অ্যালার্জি হয়, তাহলে ব্যবহার বন্ধ করুন।সবমিলিয়ে, সহজ ও কম খ রচের এই উপায়টি অনেকের কাছে উপকারী হতে পারে। তবে ভাল ফল পেতে নিয়মিত ব্যবহার এবং নিজের ত্বকের ধরন বুঝে নেওয়া খুবই জরুরি।

প্রতিদিন তৈরি করতে হয় ৪০০০ রুটি!

কত টাকা বেতন পান মুকেশ আম্বানির রাধুঁনি

নয়া জামানা ডেক্স ঃ মুকেশ আম্বানি ও নীতা আম্বানি তাঁদের বিলাসবহুল জীবনযাপনের জন্য পরিচিত হলেও, তাঁরা কট্টর নিরামিষাশী এবং ঘরে রান্না করা খাবারই বেশি পছন্দ করেন।মুকেশ একবার বলেছিলেন যে তিনি সাধারণ ডাল, রুটি ও ভাত ভালবাসেন। তবে থাই খাবারও তাঁর বেশ পছন্দের। আর মজার ব্যাপার হল, প্রতি রবিবার তাঁদের জন্য ইডলি-সাম্বার বরাদ্দ থাকে। এবার আসা যাক মজার অংশে। আম্বানিদের রুটি প্রস্তুতকারকের গল্পে। বিশ্বাস করুন বা না করুন, মুকেশ আম্বানির বাড়িতে যিনি রুটি বানান, সেই রাধুঁনি মাসে ২ লক্ষ টাকা আয় করেন।আপনার মনে হতে পারে ২ লক্ষ টাকার বেতন 'হোয়াটসঅ্যাপ ইউনিভার্সিটি'র ফরোয়ার্ডের মতো শোনাচ্ছে, কিন্তু এটা সত্যি!এতই বিপুল টাকা ছিল গত বছরের বেতন, তাই এখন তা আরও বেড়েও থাকতে পারে। তাহলে, এত বিশাল বেতনের কারণ কী? এখানে কাজ করতে হলে হোটেল ম্যানেজমেন্টে ডিগ্রি প্রয়োজন। বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, আম্বানির বাড়ি অ্যান্টিলিয়ার রুটি প্রস্তুতকারক মাসে ২ লক্ষ টাকা আয় করেন। বার্ষিক ২৪ লক্ষ টাকা।অ্যান্টিলিয়ায় ৬০০-র বেশি কর্মচারী রয়েছে। তাই প্রতিদিন বিপুল সংখ্যক মানুষের জন্য রান্না করতে হয়। এটা অনেকটা প্রতিদিন একটি বড় অনুষ্ঠানের আয়োজন করার মতো। রান্নাঘরের কর্মীরা সব কর্মী এবং অতিথিদের জন্য প্রতিদিন প্রায় ৪,০০০ রুটি তৈরি করেন। এই কারণেই রুটি প্রস্তুতকারকের চাকরিতে এত মোটা অঙ্কের বেতন দেওয়া হয়।আম্বানিরা তাদের ১৫,০০০ কোটি টাকা মূল্যের ২৭-তলা বাড়ির একটি গোটা তলা শুধুমাত্র তাদের কর্মীদের জন্য বরাদ্দ করেছেন। ২ লক্ষ টাকার এই বেতনটি রুটি তৈরির বিভাগের প্রধান শেফের জন্য।অন্যান্য কর্মীরা এই শেফের অধীনে কাজ করেন এবং তাঁদের বেতন অভিজ্ঞতা ও দায়িত্বের ওপর নির্ভর করে। এই রুটিগুলি মূলত ৬০০ জন কর্মী এবং উপস্থিত অতিথিদের সকালের জলখাবারের জন্য তৈরি করা হয়।এই বিপুল সংখ্যক যে হাতে তৈরি করা হয় তা নয়। অ্যান্টিলিয়ায় অত্যাধুনিক রুটি তৈরির মেশিন রয়েছে। সেই মেশিন ব্যবহার করে হাজার হাজার রুটি তৈরি করে।

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 17-04-2026 17:42 Page 4

এলাকার সার্বিক উন্নয়নে চাই যোগ্য ব্যক্তি,দাবি তুলে সরব এলাকাবাসী

নয়া জামানা,মালদহ ঃ মালদহ জেলার পিছিয়ে পড়া এলাকা হিসেবে পরিচিত হরিশ্চন্দ্রপুর। শিক্ষা,স্বাস্থ্য,যোগাযোগ ব্যবস্থা সহ অন্যান্য ক্ষেত্রে এই এলাকা আজও পিছিয়ে। বিধানসভা নির্বাচন- ২০২৬ দরজায় কড়া নাড়ছে। কিন্তু এলাকার উন্নয়ন নিয়ে বাসিন্দাদের মধ্যে রয়েছে অসন্তোষ।

পিছিয়ে পড়া এলাকার উন্নয়নের জন্য চাই সৎ, উচ্চ শিক্ষিত ও যোগ্য প্রার্থী। কিন্তু হরিশ্চন্দ্রপুর বিধানসভার প্রার্থী তালিকা দেখে হতাশ এলাকাবাসী। নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী এই বিধানসভার মোট প্রার্থী ১২ জন। এর মধ্যে শাসক দল তৃণমূলের প্রার্থী এমডি. মতিবুর রহমান তাঁর নির্বাচনী হলফনামাতে তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতা উল্লেখ করেছেন অষ্টম শ্রেণি, আর.এস পাবলিক জুনিয়র হাই স্কুল, গৌতম বুদ্ধ নগর, বিহার। বিজেপি প্রার্থী রতন দাসের হলফনামা অনুযায়ী শিক্ষাগত যোগ্যতা সিনিয়র সেকেন্ডারি (উচ্চ মাধ্যমিক সমতুল্য) উত্তীর্ণ এনআইওএস থেকে। সিপিএম প্রার্থী সেখ খলিলের হলফনামাতে উল্লেখ রয়েছে তিনি হরিশ্চন্দ্রপুর হাই স্কুল থেকে নবম শ্রেণি উত্তীর্ণ। কংগ্রেস প্রার্থী মোস্তাক আলমের শিক্ষাগত যোগ্যতা ডবল এম.এ। তিনি উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে এবং বিএন মন্ডল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি ভাষায় এম.এ করেছেন। এই হল প্রধান চারটি দলের প্রার্থীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা।

এছাড়াও এস ইউ সি আই প্রার্থী মোশারফ হোসেন এম.এ পাস, আম জনতা উন্নয়ন পার্টির প্রার্থী মোহাম্মদ তোফাজ্জুল হক পিএইচ.ডি ডিগ্রী অর্জন করে কলেজে শিক্ষকতা করেন। তবে মূল ধারার পার্টি গুলোর প্রার্থীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে জনমানসে প্রশ্ন বিদ্যমান। এলাকার সার্বিক উন্নয়নে এমন এক প্রার্থীকে বিধানসভায় পাঠানো দরকার যিনি বিধানসভায় দাঁড়িয়ে এলাকার দাবি নিয়ে সরব হবেন। উচ্চ শিক্ষিত যোগ্য ব্যক্তি ছাড়া এই গুরু দায়িত্ব পালন করা সম্ভব নয় বলেই এলাকার বাসিন্দাদের অভিমত। এলাকার বাদ পড়া বৈধ ভোটারদের স্বার্থে আইনি লড়াই করার জন্য শিক্ষিত প্রার্থীকে চায় এলাকাবাসী। এই প্রসঙ্গে স্থানীয় বাসিন্দা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইসমাইল বলেন, এলাকার শিক্ষার পরিকাঠামো দুর্বল,বিজ্ঞান বিভাগ অপ্রতুল। উচ্চশিক্ষা ও কারিগরি প্রশিক্ষণের সুযোগের অভাব। স্বাস্থ্য পরিষেবাও বেহাল। এই প্রেক্ষাপটে হরিশ্চন্দ্রপুরের মূল রাজনৈতিক দলগুলোর প্রার্থীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। অনেক প্রার্থীই অষ্টম বা নবম শ্রেণি উত্তীর্ণ। এমন অযোগ্য ব্যক্তি এলাকার উন্নয়নে কিভাবে কাজ করবেন এই বিষয়ে সংশয় রয়েছে।স্থানীয় বাসিন্দা আইন পড়ুয়া সাজিদ হাসান বলেন, এলাকার উন্নয়নে একজন শিক্ষিত ও দায়িত্বশীল প্রার্থী প্রয়োজন। যিনি শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি ও কর্মসংস্থান নিয়ে সোচ্চার হবেন।

তিনি স্বচ্ছ, দুর্নীতিমুক্ত ও সাধারণ মানুষের কাছে সহজলভ্য হবেন। বিশেষ করে যাদের নাম এসআই আর প্রক্রিয়ায় বাদ পড়েছে তাঁদের পাশে দাঁড়াবেন।

হাওড়া স্টেশনে নগদ অর্থ সহ আটক ২

নয়া জামানা,হাওড়া ঃ বিধানসভা নির্বাচনের আগে রাজ্যে কালো টাকার প্রবেশ ঠেকাতে পুলিশ ও রেল পুলিশ কড়া নজরদারি চালাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে হাওড়া স্টেশনে অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ নগদ টাকা ও বিদেশি মুদ্রা উদ্ধার করেছে আরপিএফ। ঘটনায় দুই সন্দেহভাজনকে আটক করা হয়েছে। মোট উদ্ধার অর্থের পরিমাণ প্রায় ৭২ লক্ষ ৬ হাজার ৩৪০ টাকা।পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, হাওড়া ডিভিশনের বামনগাছি আরপিএফ পোস্টের কর্মীরা স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় নিয়মিত তল্লাশি চালাচ্ছিলেন। সেই সময় বামনগাছি রেল ইয়ার্ডের বেনারস ব্রিজের কাছে দুই ব্যক্তিকে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করতে দেখা যায়। সন্দেহ হওয়ায় তাদের আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করা হয়। কথাবার্তায় অসংগতি ধরা পড়ায় তাদের ব্যাগ তল্লাশি করা হয়। তল্লাশিতে ধৃতদের কাছ থেকে ভারতীয় মুদ্রায় ৩২ লক্ষ ৩ হাজার ৯০০ টাকা উদ্ধার হয়। পাশাপাশি ৪৩ হাজার মার্কিন ডলার পাওয়া যায়, যার ভারতীয় মূল্য প্রায় ৪০ লক্ষ ২ হাজার ৪৪০ টাকা। আটক দুই ব্যক্তির নাম আশিস শেঠ (৩৯) ও সুমিত ভার্মা (২৩)। তারা উত্তরপ্রদেশের বারাণসীর বাসিন্দা। প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, তারা বারাণসী থেকে বিভূতি এক্সপ্রেসে করে আসছিলেন। নজরদারি এড়াতে হাওড়া স্টেশনে নামার আগেই ট্রেন ইয়ার্ডে ঢোকার সময় নেমে পড়েন। তবে আরপিএফের তৎপরতায় তাদের পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়। ধৃতরা টাকার কোনও বৈধ কাগজ দেখাতে না পারায় আয়কর দফতরকে খবর দেওয়া হয়। পরে আয়কর আধিকারিকরা এসে সব টাকা বাজেয়াপ্ত করেন। এই টাকা কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল এবং এর সঙ্গে কোনো বড় চক্র জড়িত কিনা, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। তদন্ত এখনও চলছে।

পাণ্ডবেশ্বরে 'বোম'-এর চাহিদা তুঙ্গে ,তবু সংকটে কারিগর

সীতারাম মুখার্জি,নয়া জামানা ,পাণ্ডবেশ্বর ঃ নির্বাচন হোক বা অন্য যে কোনও সময়, পশ্চিম বর্ধমানের পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভা কেন্দ্রে 'বোম',এর চাহিদা থাকে সারা বছর !আগের থেকে দাম কিছুটা বেড়েছে, তাতে চাহিদা আদৌ কমেনি। প্রতিদিন কয়েকশো পিস 'বোম' তো তৈরি হয়ই। দিনের শেষে সব বিক্রিও হয়ে যায়। কিন্তু কত দিন আর এই 'বোম' পাওয়া যাবে, তা নিয়ে সংশয়ে 'বোম' তৈরির প্রধান কারিগর মন্টু লাহা। তাঁর আক্ষেপ, 'কারিগর পাওয়া যাচ্ছে না। নতুন করে কেউ বোম তৈরির পেশায় আসতে চাইছেন না।'ভোটের বাজারে 'বোম' শব্দটা শুনলেই মনটা কেমন যেন ভয়ে কুঁকড়ে যায়। তবে এই বোমের আঘাতে প্রাণহানি তো দূরের কথা, জখ ম পর্যন্ত হন না কেউ। এই বোম আসলে মিষ্টি। নাম কমলাভোগ। বড়সড় সাইজের এই মিষ্টি পাওয়া যায় পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার লাউদোহা ব্লকের কৈলাসপুর গ্রামে মন্টু লাহার দোকানে। কমলাভোগের বদলে স্থানীয়রা এই মিষ্টির নাম

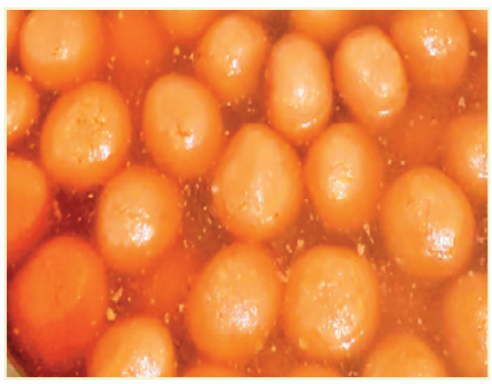

নির্বাচন হোক বা অন্য যে কোনও সময়, পশ্চিম বর্ধমানের পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভা কেন্দ্রে 'বোম',এর চাহিদা থাকে সারা বছর !আগের থেকে দাম কিছুটা বেড়েছে, তাতে চাহিদা আদৌ কমেনি।

দিয়েছেন 'বোম'। দোকানে বসে বোম খাচ্ছিলেন স্থানীয় শেখ ফিরোজ। তিনি বলে উঠলেন, 'সেই ছোট থেকে এই দোকানে এসে বোম খাই। বাইরে থেকেও অনেক লোক এই দোকানে এসে বোম কিনে নিয়ে যান।' স্থানীয় জাঠগড়িয়া গ্রামের বাসিন্দা শেখ আখতার বলছিলেন, 'কৈলাসপুর বা আশপাশে কাজে এলে মন্টুদার দোকানে এসে একটা বোম খাই, বাড়ির জন্যও নিয়ে যাই। দারুণ স্বাদ। কিন্তু কী কারণে এই মিষ্টিকে বোম বলে, তা জানি না।'মিষ্টির নাম হঠাৎ বোম হলো কেন? উঠে আসে অতীতের কিছু ভয়ঙ্কর আতঙ্কের ছবি। এক সময়ে এই এলাকা চোরাই কয়লা কারবারের মুক্তাঞ্চল ছিল, যার রাশ ছিল শেখ সেলিম নামে এক ব্যক্তির হাতে। সেলিমের দাপট এতটাই ছিল যে, গ্রামে ঢুকতেও ভয় পেত পুলিশ। ভোটের বাজারে বেশ কদর ছিল সেলিমের। বিরোধীদের ভয় দেখানো থেকে শুরু করে তাঁরা যাতে বুথে গিয়ে ভোট না,দিতে পারেন, সে দিকে কড়া নজর থাকত সেলিম এবং তাঁর অনুগামীদের। এককথায় এই অঞ্চলে শাসকের হয়ে ভোট পরিচালনার সব দায়িত্ব ছিল সেলিমের উপরেই। সেই সূত্র ধরেই বাতাসে বারুদের গন্ধের সঙ্গে নিজেদের জীবনকে মিশিয়ে নিয়েছিলেন এখানকার মানুষ।সেলিম ও তাঁর বিপক্ষ শিবিরের মধ্যে ব্যবসায়িক গন্ডগোল হলেই বোমবাজি হতো। চলত গুলিও। সেই দাপুটে সেলিমেরও জীবন শেষ হয়ে গিয়েছিল গুলিতেই। পরবর্তীতে একদা সেলিমের সঙ্গী শেখ আমিনকেও গুলি করে হত্যা করা হয়। এই সবই কয়লা মাফিয়াদের কাহিনি। কিন্তু কমলাভোগের সঙ্গে বোমের সম্পর্ক কোথায়? এখানকার বহু বাসিন্দা প্রচুর বোমাবাজির সাক্ষী থেকেছেন। শুধু বোমাবাজি নয়, স্বচক্ষে বোমও দেখতে হয়েছে তাঁদের।প্রকাশ্যে তা নিয়ে মুখ না,খুললেও এই পেল্লাই আকারের কমলাভোগ দেখলে তাঁদের স্মৃতিতে চলে ভেসে ওঠে বোমের ছবি। তাই কমলাভোগও রাতারাতি নাম বদলে হয়ে যায় বোম!

তৃণমূল-বিজেপির সংঘর্ষ, মেরে মাথা ফাটিয়ে দেওয়ার অভিযোগ বিজেপি কর্মীর

নয়া জামানা,নানুর ঃ নানুর বিধানসভার সিঙ্গি গ্রামে তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপির মধ্যে সংঘর্ষকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ায়। এই ঘটনায় এক বিজেপি কর্মী গুরুতরভাবে আহত হন বলে অভিযোগ। তাঁর মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে বিজেপির পক্ষ থেকে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বোলপুর থানার পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী। তবে পুলিশ পৌঁছানোর পর বিজেপি কর্মীদের সঙ্গে ধস্তাধস্তির মতো পরিস্থিতিও তৈরি হয় বলে জানা গেছে।স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বুধবার তৃণমূল প্রার্থী বিধান চন্দ্র মাঝি সিঙ্গি গ্রামে নির্বাচনী প্রচারে যান। সেই সময় তৃণমূলের একটি মিছিল গ্রাম ঘুরে বেড়ায়। বিজেপির অভিযোগ, ওই মিছিল চলাকালীন তৃণমূলের কর্মী-সমর্থকেরা বিজেপির পতাকা ও ফেস্টুন ছিঁড়ে দেয়। এই ঘটনার প্রতিবাদ করতে গেলে বিজেপি কর্মী মঙ্গল মাঝিকে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ।

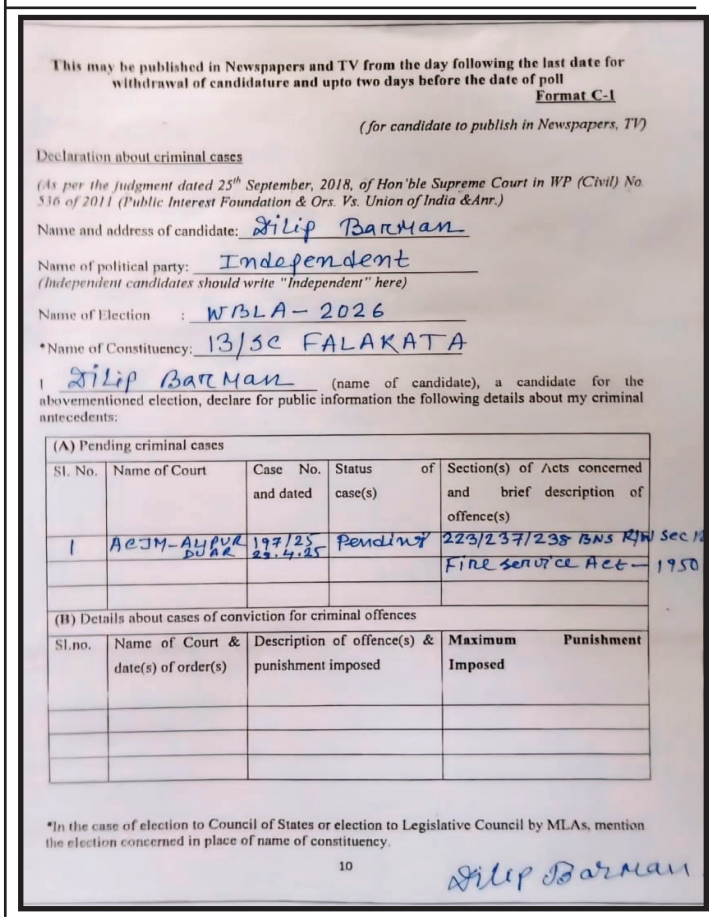

This may be published in Newspapers and TV from the day following the last date for withdrawal of candidature and upto two days before the date of poll

Format C-1

(for candidate to publish in Newspapers, TV)

Declaration about criminal cases

(As per the judgment dated 25th September, 2018, of Hon'ble Supreme Court in WP (Civil) No 536 of 2011 (Public Interest Foundation & Ors. Vs. Union of India &Anr.)

Name and address of candidate: Dilip Barman

Name of political party: Independent

(Independent candidates should write "Independent" here)

Name of Election : WBLA – 2026

*Name of Constituency: 13/SC FALAKATA

I Dilip Barman (name of candidate), a candidate for the abovementioned election, declare for public information the following details about my criminal antecedents:

(A) Pending criminal cases

Sl. No.	Name of Court	Case No. and dated	Status of case(s)	Section(s) of Acts concerned and brief description of offence(s)
1	ACJM-ALIPUR DUAR	197/25 23.4.25	Pending	223/237/238 BNS R/W Sec 14 Fire Service Act – 1950

(B) Details about cases of conviction for criminal offences

Sl.no.	Name of Court & date(s) of order(s)	Description of offence(s) & punishment imposed	Maximum Punishment Imposed

*In the case of election to Council of States or election to Legislative Council by MLAs, mention the election concerned in place of name of constituency.

10

Dilip Barman

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 17-04-2026 17:42 Page 5

মুন্টজ্যাক

পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন এই হরিণের দেখা মেলে গরুমারা জলদাপাড়ায়

উত্তরবঙ্গ। নাম শুনলেই 'হঠাৎ খুশি ঘনিয়ে আসে চিতে'। শহুরে ক্লান্তি ঘুমিয়ে পড়ে জনান্তিকে। আর মেঘের ভিতর দিয়ে দূরে যেন দেখা যায় চা-বাগান, পিকচার পারফেক্ট ছোটো ছোটো শহর, শহরের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া ছোটো ছোটো নদী, দূরে চকিতে দেখা দিয়ে কুয়াশায় মিলিয়ে যাওয়া কাঞ্চনজঙ্ঘা আর ডুয়ার্স। নিবিড় বন, ফার্ন, বার্চ বিভিন্ন মহীরুহ, জংলা ঝোপে ফুটে থাকা রংবেরঙের ফুল, প্রজাপতি, পাখি আর বন্য পশুর দল। বনের বুক চিরে দিগন্তে মিলিয়ে যাওয়া রাস্তায় উঠে আসে বুনো হাতি, গাউর, হরিণ। সেসব পশুপাখির মধ্যে উৎসাহী পর্যটকের চোখে মাঝেমধ্যেই ধরা দেয় মুন্টজ্যাক হরিণ। এই ভারতীয় মুন্টজ্যাক হরিণ দেখা যায় ডুয়ার্সের গরুমারা, চাপড়ামারি, সিঙ্গালিলা, জলদাপাড়া বিভিন্ন অভয়ারণ্যে। এছাড়াও ভারতের অন্যান্য অভয়ারণ্যেও। ভারতবর্ষ ছাড়াও এর দেখা মেলে দক্ষিণ চিন আর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়।এটি পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন প্রজাতির হরিণ। এর চলতি নাম বার্কিং ডিয়ার। এদের ডাক শুনতে অনেকটা কুকুরের ডাকের মতন। তাই এই নামকরণ। ঘন বনানীর মধ্যে ভারতীয় বার্কিং ডিয়ারের হঠাৎ এমন তীক্ষ্ণ ও কর্কশ আওয়াজে সত্যিই চমকে উঠতে হয়। এমন ডাকের মাধ্যমে তারা দলের অন্যদের সতর্ক করে দেয় শিকারির থেকে আবার যোগাযোগও রাখে দলের অন্যদের সঙ্গে। এদের আরেকটি চমকপ্রদ বৈশিষ্ট্য হল, পুরুষ বার্কিং হরিণের শ্বদন্ত থাকে, যা তারা ব্যবহার করে দলের অন্যদের সঙ্গে লড়াইয়ের সময়। এই শ্বদন্তই বার্কিং ডিয়ারকে অন্যান্য প্রজাতির হরিণের থেকে আলাদা করে চিনিয়ে দেয়।এটি পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন প্রজাতির হরিণ। এর চলতি নাম বার্কিং ডিয়ার। এদের ডাক শুনতে অনেকটা কুকুরের ডাকের মতন। তাই এই নামকরণ। ঘন বনানীর মধ্যে ভারতীয় বার্কিং ডিয়ারের হঠাৎ এমন তীক্ষ্ণ ও কর্কশ আওয়াজে সত্যিই চমকে উঠতে হয়। এমন ডাকের মাধ্যমে তারা দলের অন্যদের সতর্ক করে দেয় শিকারির থেকে আবার যোগাযোগও রাখে দলের অন্যদের সঙ্গে। এদের আরেকটি চমকপ্রদ বৈশিষ্ট্য হল, পুরুষ বার্কিং হরিণের শ্বদন্ত থাকে, যা তারা ব্যবহার করে দলের অন্যদের সঙ্গে লড়াইয়ের সময়। হরিণগুলির পিঠের দিকে মেটে হলদে রং আর পেটের কাছে সাদা রং। চপল এই প্রাণীটির শিং হয় খুব ছোটো আকারের। তবে আকারে ছোটো হলেও কিছু কিছু হরিণের শিঙে দেখা যায় শাখা-প্রশাখার বাহার।

এই হরিণেরা সাধারণত দলের সঙ্গে থাকতে পছন্দ করে। নিশাচর এই প্রাণীটি সাধারণত জানুয়ারির শেষদিক থেকে মার্চ পর্যন্ত প্রজনন করে, তবে বছরের অন্য সময়েও এদের বংশবিস্তার করতে দেখা যায়। ঘন জঙ্গলে যেখানে গাছের পাতার ইন্দ্রজালের কাছে হার মানে সূর্যালোক, সেখানে গেলে দেখা যাবে, ধুলোওঠা হলদেটে-লাল বনের রাস্তায় এই হরিণগুলি দলবদ্ধভাবে চরে বেড়াচ্ছে আর গাছ থেকে ঝরে পড়া পাতা আর ফল খাচ্ছে। রাত বাড়লে বনের ভিতর দিয়ে বয়ে যাওয়া নদীর জল খেতে ভিড় জমায় হরিণের দল। কবি বিষ্ণু দে-র ভাষায়, তদুই দিকে বন, মাঝে ঝিকিমিকি পথ/ এঁকে-বেঁকে চলে প্রকৃতির তালে-তালে/ ...চুপি চুপি আসে নদীর কিনারে, জল খায়/ শুনেছি সিন্ধুমুনির হরিণ-আহ্বান।

এদের শরীরে অনেকগুলি ঘ্রাণগ্রন্থি আছে। এদের মুখের সামনে থাকা ঘ্রাণগ্রন্থিগুলি থেকে নিঃসৃত রাসায়নিকের মাধ্যমে এরা নিজেদের এলাকা চিহ্নিত করে থাকে। অনেকসময় নিজের সঙ্গীর গায়ে এঁকে দেয় চিহ্ন। বাংলা সাহিত্যে, গানে, কবিতায় বহুবার প্রেমের চিত্তচাঞ্চল্যকে তুলনা করা হয়েছে হরিণের চপলতার সঙ্গে। জীবনানন্দ দাশ তাঁর 'শিকার' কবিতায় লিখেছেন, সারারাত চিতাবাঘিনীর হাত থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে/ নক্ষত্রহীন, মেহগনির মতো অন্ধকারে সুন্দরীর বন থেকে অর্জুনের বনে ঘুরে ঘুরে/ সুন্দর বাদামী হরিণ এই ভোরের জন্য অপেক্ষা করছিল।/ এসেছে সে ভোরের আলোয় নেমে;/ কচি বাতাবিলেবুর মতো সবুজ সুগন্ধী ঘাস ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে। ডুয়ার্সের নিবিড় বনানীর ভিতরে উৎসাহী পর্যটকেরা আর ওয়াইল্ডলাইফ ফোটোগ্রাফাররা অপেক্ষা করেন এমনই এক প্রায়-অপার্থিব দৃশ্যপট একঝলক দেখার জন্যে। আগুন জ্বলল আবার-উষ্ণ লাল হরিণের মাংস তৈরি হয়ে এল।/ নক্ষত্রের নিচে ঘাসের বিছানায় বসে অনেক পুরনো শিশিরভেজা গল্প;/ সিগারেটের ধোঁয়া;/ টেরিকাটা কয়েকটা মানুষের মাথা। ইদানীংকালে ডুয়ার্সের বনে বেড়ে গিয়েছে এমন সব 'টেরিকাটা মানুষের মাথা'। তাদের চোরাশিকারের দৌরাত্ম্যে কমে আসছে এই হরিণের সংখ্যা। এখনও বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতির তালিকাভুক্ত না হলেও এই ঘটনায় সিঁদুরে মেঘ দেখছে পশ্চিমবঙ্গ বনদপ্তর। তাদের তরফে বাড়ানো হয়েছে নজরদারি। এলাকার মানুষদেরকেও এই সম্পর্কে সচেতন করা হচ্ছে। সৌ ঃ বঙ্গদর্শন।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস ।। সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।